মিলনসাগর
www.milansagar.com

এই লেখাটি, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ সালে, নতুন দিল্লির "করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের, ২০০৭ সালে ডঃ নরেন্দু সেন দ্বারা প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।

প্রস্তাবনা

আপন-জনকে পরিচিত করানোর চেষ্টা ক্ষেত্রবিশেষে বিড়ম্বনারই নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের একান্তই আপন বটুকদা— সর্বজন পরিচিত ও শ্রদ্ধেয় জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র সম্পর্কে— সেধরণের কিছুও তাই অপচেষ্টা কিংবা ধৃষ্টতা হয়ে দাঁড়াবে। পরিচয়ের তাঁর আলাদা প্রয়োজন নেই বটে, তবে আমাদের বক্তব্য খানিকটা থেকে যাচ্ছে।

কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র সংশয়াতীতভাবেই সমকালীন বাংলা সাহিত্যের আসরে একটি উল্লেখনীয় নাম। বিভিন্ন কাব্য সংগ্রহে তাঁর কবিতার অন্তর্ভুক্তি সে সত্যেরই সুনিশ্চিত প্রমাণ। তবে কবির সঙ্গে সুরস্রষ্টাও সমভাবেই পাল্লা দিয়ে চলেছেন। বরং বলা যায় যে সুরকার জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র আজ প্রধান হয়ে উঠেছেন, কারণ অধিকাংশ সময় তাঁর সুরের জগতেই অতিবাহিত হচ্ছে। সাধারণভাবে তাই মনে হতে পারে যে সাহিত্য জগতের এতে যতটুকু ক্ষতি, ততটুকুই লাভবান হচ্ছে সঙ্গীত জগৎ।

তবে সৌভাগ্যের বিষয় যে এটা আদৌ ক্ষয়-ক্ষতির ব্যাপার নয়। সুরের জগতে নিমগ্ন হলেও কবিসত্বার প্রকাশে তিনি অকুণ্ঠ, অকৃপণ। বটুকদার চলনে-বলনে, মার্জিত ভঙ্গীতে বিগদ্ধ বাক্‌পটুতা তথা পরিহাসের তরলতায় তা স্বতোৎসারিত। সময় মেজাজ আর কালি-কলমের দুরূহ যোগাযোগ ঘটলে, কবি-ভাবনার বাণীরূপ পরিগ্রহে বিলম্ব ঘটে না।

মধু বংশীর গলির পথে যে যাত্রার শুরু, ইতিহাস-বিধৃত দিল্লীর রুক্ষ পাথুরে রাস্তায় তাতে ছেদ পড়েনি, বরং বলা চলে অদম্য এক আকর্ষণ কবিকে টেনে নিয়ে চলেছে— আগে, আরও আগে। চাঁদনী চকের ইতিহাস-বৃদ্ধ নাজির হোসেনকে যেমন তিনি কুর্ণিশ জানিয়েছেন, তেমনি আশ্বিন-আকাশে মনের ঘুড়ির সূতো ছেড়ে দিয়ে চলন-বিলের পাশেও পৌঁছে গেছেন।

কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র গজদন্ত-মিনারবাসী নন, একান্তভাবেই সমাজ সচেতন। নিস্তেজ, নিষ্প্রাণ দিল্লীতে বসেও তাই তিনি প্রাণের আবাহনে উন্মুখ— নিরন্তর নানাভাবে সে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করেন। আর সেকারণেই তাঁর বসন্তের চিঠি নিতান্তই রোমাণ্টিক ভাববিলাস নয়, তিনি "আত্মার মাইকে বজ্রের নির্ঘোষ" শুনতে পান। আহত বোধ করেন ও তাঁর আত্মীয় বিয়োগ ব্যথা জাগে "ফুলেরা ছাই হয়ে গেলে"— হাজার মাইল দূরের যুবদলের অকাল-পরিণতিতে।

নেতিবাচক নয় কবির জীবনদর্শন, তাই সব রকম বাধা বিপত্তি সত্বেও তাঁর অভিরাম পাল ডাক সাজে রং দেয়। "ধর্মগোলার গান" কবি শোনান সবাইকে। হো-চি-মিনকে উপলক্ষ্য করে একতা আর বজ্রমুষ্টির আওয়াজ তিনি তোলেন। গেয়ে ওঠেন বাংলা দেশের গান— "আগুন-রাঙা মেঘে জাগে মুক্ত প্রাণের সুর।"

মিলনসাগর
www.milansagar.com

নবজীবনের গানের উদার, উদাত্ত রেশ আমরা তাই নতুন করে শুনতে পাই— যেমন শোনা গিয়েছিল বছর তিরিশ আগে গণনাট্য আন্দোলনের পটভূমিতে। যথার্থ চারণিক কবির আবাহনের মতোই তা সামূহিক, সম্মেলক জীবনের জয়গান-মুখরিত। আর নিছক শব্দচয়ন করা রচনা নয়, পথে পথে গান গেয়ে সদলে কবি-সুরকার জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র নগর পরিক্রমায়ও বেরিয়ে পড়েন— উপলক্ষ্য বন্যা-ত্রাণ-দুর্ভিক্ষ নিবারণ বা অন্য যা-ই হোক না কেন। সহমর্মিতার সুস্পষ্ট প্রকাশে কবি তথা গায়ক-কণ্ঠ দ্বিধাহীন ও সদা-তৎপর।

এক এক সময় ভাবতে খুবই অবাক লাগে যে নিত্যদিনের নানা গ্লানির ঊর্ধ্বে প্রাণশক্তির এই স্ফূরণ খুব কাছাকাছি থেকে দেখার সুযোগ আমাদের অনেকের হয়েছে। তবে প্রাগ্রসর চিন্তা আর দুর্মর প্রাণের অধিকারীকে অন্য কিছু ভাববার আগে, নিছকই ঘরের লোক বটুকদা বলেই আমাদের মনে হয়েছে। এই ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ও সহযাত্রার সৌভাগ্যে নিজেদের খুব ভাগ্যবান বলেও নিশ্চয়ই মনে হয়েছে। আর সব মিলিয়ে তাই প্রশ্ন উঠেছিল যে নিছক ঘরের লোক হলেও কি আমাদের কোনও কর্তব্য নেই বটুকদার প্রতি? অন্য কিছু না হোক একটা সম্মান বা শ্রদ্ধা জানানোর ব্যাপারটা ত রয়েছে।

করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ নেহাৎই বটুকদার পাড়ার একটা সংগঠন নয়। এর ক্রমবিকাশে, পথ-উত্তরণের নানা পর্যায়ে, তিনি শুধু সক্রিয় অংশভাগীই হননি, জুগিয়েছেন অনুপ্রেরণা, নানা কর্মকাণ্ডে হয়েছেন হোতা। সেটা গানে, নাটকে, আনন্দে-হুল্লোড়ে, সাহিত্য-বাসরে ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সংসদ সবচেয়ে বেশী স্মরণ ও গর্ববোধ করতে পারে তাঁরই নামাঙ্কিত 'অজন্তা' নিয়ে। শুরু এর প্রাচীর-পত্রিকা হিসাবে হলেও, এটি আজ নিঃসন্দেহে দিল্লীর মুদ্রিতকারের, একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-প্রকাশন প্রচেষ্টা।

সন্দেহ নেই, পারস্পরিক এই যোগসূত্র হেতু বটুকদা একান্তই আমাদের ঘরের লোক। তাই হয়ত সম্মান সংবর্ধনার ব্যাপারে এই টানা পোড়েন। শেষ অবধি স্থির হয় যে সভা হয় হোক, তাতে আপত্তি নেই। তবে আরও কিছু হওয়া প্রয়োজন— সেটা হবে মামুলী নয়, ভিন্ন ধরণের আর স্থায়ী চরিত্রের একটা কিছু।

সেই চিন্তারই ফলশ্রুতি এই সংকলন-গ্রন্থ। কবির দিল্লী-জীবনে রচিত বিগত বছর পনরোর বিবিধ লেখা ঘেঁটে নির্বাচন কর্মটি সম্পন্ন করতে হয়েছে আর বলা বাহুল্য বটুকদার শরণ এক্ষেত্রেও নিতে হয়েছে। লেখাগুলো স্থানীয় খুচরো পত্র-পত্রিকা (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূজা-মণ্ডপেই এসবের শুরু ও শেষ— অবশ্য ইন্দ্রপ্রস্থ ও অজন্তা সম্ভবত এর ব্যতিক্রম) এবং কিছু কলকাতায় পত্রান্তরে প্রকাশিত হয়েছে। সব লেখাও বর্তমানে সহজলভ্য নয়। হাতের নাগালে যা পাওয়া গেছে তা থেকে বাছাই করে আর 'রাজধানী' কাব্য গ্রন্থের গোটা তিনেক কবিতার পুনর্মুদ্রণ মিলিয়ে বর্তমান সংকলনটি রূপ নিয়েছে।

এই লেখাটি, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ সালে, নতুন দিল্লির "করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর "যে পথে যাও" কাব্যগ্রন্থে, ২০০৭ সালে ডঃ নবেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।

মিলনসাগর
www.milansagar.com

ছড়িয়ে ছিটিয়ে আর বিলিয়ে দিয়েই হয়ত কবির আনন্দ। তিনি তাঁর ''কোতোয়াল'' এর পাখীটির মতো সব ফেলে চলে যেতে চান। তবু আমরা ধরে রাখতে চাই—পৌঁছে দিতে চাই তাঁকে পরবর্তীদের কাছে। তাই, কবির গুণমুগ্ধ পাঠকবর্গের কাছে রাজধানী-পর্বের স্বল্প-সংখ্যক হলেও কাব্য-গুণান্বিত কটি রচনা, এই সুযোগে উপহার দিতে পেরে, সংসদ আজ আংশিকভাবে স্বীয় কর্তব্যপালনে অগ্রসর হল। অন্ততঃ এটুকু স্বীকৃতি পেলেও সব উদ্যম সার্থক হবে।

পরিশেষে, যাদের আগ্রহ ও সহযোগিতায় এই পরিকল্পনা রূপায়িত হল, সেইসব সুহৃৎ ও শুভানুধ্যায়ী, বিশেষত শিল্পী জ্যোতিষ দত্তগুপ্ত ও মুদ্রাকর সচ্চিদানন্দ নন্দীর কাছে সংসদ কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ রইল।

অজিতকুমার দত্ত

২৭শে মাঘ ১৩৮০ বঙ্গাব্দ
করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ
৭এ/৪৫, বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জী মার্গ
ডব্লু. ই. এ., নয়া দিল্লী-১১০০০৫

এই লেখাটি, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ সালে, নতুন দিল্লির "করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের, ২০০৭ সালে ডঃ নরেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।